সৌদির একমাত্র মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতা ঃ অন্ধকারে আলোর মশাল

ফেরদৌস আরেফীন
arefin78@yahoo.com

তাঁর দেশে নেই কোন সিনেমা হল, নেই কোন চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা। আছে শুধু খুব সামান্য নারী স্বাধীনতা - যাকে স্বাধীনতা বলতে গেলেও ভাবতে হয়। দেশটি হল কঠোর নিয়মে পরিচালিত ইসলামের সফলতম রাষ্ট্র **সৌদি আরব**। এই চরম বৈরীতার মধ্যে থেকেও সৌদিকন্যা ***হাফিজা আল মানসুর*** তিন তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র লেখা ও পরিচালনার কাজ শেষ করেছেন - যা তাকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। **"আমার সৌভাগ্য যে আমি ঠিক সময়টিতেই কাজ শুরু করতে পেরেছিলাম। এ পর্যন্ত আমি কোন সংগঠন থেকেই তেমন কোন আপত্তির কথা শুনিনি এবং আমি কি বলতে চাই তা সাধারন মানুষ শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী।"** - বলছিলেন *আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ কায়রো* থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারী এই ৩১ বছর বয়স্কা তরুনী। সৌদি বংশদ্ভূত আল-কায়েদা নেতা *ওসামা বিন লাদেনের* আদেশে কয়েকজন সৌদি জঙ্গীর আত্মঘাতি হামলার ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে তিনি বলেন, **"১১ই সেপ্টেম্বর এবং সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া একের পর এক ধ্বংসাত্বক ঘটনাগুলোর পর, শিল্পের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়গুলো মোকাবেলা করাটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল ও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।"** বিগত কয়েক বছর ধরে এই সৌদি আরব নামক রাজতন্ত্র চালিত দেশটিও আল-কায়েদার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে, যা আমেরিকার একান্ত অনুগত এই রাজ্যটির ভিতটাই শুধু নড়বড়েই করেনি - পাশাপাশি দেশটিকে একটি কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত করেছে। হাফিজার চলচ্চিত্রে এই অতিরিক্ত রক্ষনশীল দেশটির সামাজিক বিধিনিষেধকে অনেকটা কটাক্ষই করা হয়েছে, যা এই উপজাতি প্রধান দেশটির আন্তর্জাতিক ও স্বদেশী নানামুখী চাপের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জোয়ারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

তুলনামূলক উদার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে হাফিজার জন্ম। ১২ ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়া হাফিজার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসা বিশেষজ্ঞ, মা সমাজকর্মী। পরিবারের কারনেই তাকে কখনো খুব একটা পরাধীনতা ও স্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হয়নি। পড়ালেখার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল মিশরে। এমনিতে মিশর সাধারনত বিত্তশালী পরিবারের ছেলেদের জন্যই উন্মুক্ত। আরবের মেয়েদের সেখানে বলতে গেলে যাওয়াই হয়না। **"আমার বাবা মিশরেই লেখাপড়া করেছেন এবং তিনি আমাকে সেখানে পাঠাতে ও একা থাকতে দিতে কোনরকম দ্বিধাই করেননি।"**- বললেন হাফিজা। ১৯৯৭ সনে সেখান থেকে সাহিত্যের ওপর পড়ালেখা শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসে একটি তেল কম্পানিতে চাকরি জীবন শুরু হয় তাঁর। সৃজনশীল প্রবৃত্তির তাড়নায় এর কিছুদিন পরেই তিনি চাকরির পাশাপাশি 'দি নিউ-ইওর্ক ফিল্ম ইনিস্টিটিউট' -এর চলচ্চিত্র তৈরীর ওপর একটি বিশেষ কোর্স শুরু করেন। চলচ্চিত্রের প্রতি এই অদম্য উৎসাহ আজ তাকে নিয়ে গিয়েছে সম্মানের সুউচ্চ শিখরে।

হাফিজা বললেন, **"আমি বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে অন্যান্য আরব দেশের মহিলা চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের সঙ্গে দেখা করে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। এ এক দুর্দান্ত অনুভূতি - যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। এ জগৎ আমাকে যতটা না আনন্দ দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছে জ্ঞান আর শিক্ষা।"** সৌদি রাজ্যের একমাত্র মহিলা চিত্রনির্মাতা হাফিজা মনে করেন যে, চলচ্চিত্রই হল পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন। আর এ কথাই ফুটে উঠেছে তার সর্বশেষ নির্মিত ছবি **The Only Way Out** –এ। এই ছায়াছবিটিতে তিনজন সৌদি ইঞ্জিনিয়ারের (প্রকৌশলী) গল্প বলা হয়েছে। এদের একজন উদারপন্থী, আরেকজন কট্টর ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী এবং তৃতীয়জনের কোন সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শ নেই। ছায়াছবিটিতে এই তৃতীয় ব্যাক্তির গাড়ি মাঝপথে নষ্ট হয়ে যায় এবং সে বাধ্য হয়ে হাঁটতে থাকে। পথেই বাকি দুজনের সঙ্গে তার পরিচয়। বিভিন্ন আলোচনার সূত্র ধরেই তাদের

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

মধ্যে শুরু হয় নিজনিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ নিয়ে তুমূল বিতর্ক। এ প্রসঙ্গে হাফিজার মন্তব্য, **"এখানে আধুনিক আরবের আদর্শগত দ্বন্দ ও বিরোধগুলো গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে - যেখানে সহনশীলতার খুবই অভাব। আমাদের নেই কোন সমজাতিক সমাজ, আছে শুধু এক অভাবনীয় কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সামাজিক বৈচিত্র। এর ফলে দেশের সব মানুষকে একত্রিত করাটা অসম্ভবই রয়ে যাচ্ছে।"** এ বছরের শুরুরদিকে **The Only Way Out** ছবিটি প্রথম মুক্তি পায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউ.এ.ই) আয়োজিত **রটার্ডাম ফিল্ম ফেস্টিবলে**। এখানেই ছবিটি জিতে নেয় শ্রেষ্ঠ সংলাপের পুরস্কার। পরবর্তীতে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স সহ অসংখ্য দেশে ছবিটি প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে। তাছাড়াও সৌদির রাষ্ট্রচালিত টিভি চ্যানেল **আল ইখবারিয়া** ছায়াছবিটির অংশবিশেষ প্রচার করে এবং ছবিটির ওপর স্থানীয় পত্রিকাগুলোতেও বহু সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

হাফিজার প্রথম চলচিত্রটির নাম ছিল **"Who?"** । এ ছবিটির গল্প একজন খুনীকে নিয়ে, যে বোরকা (মুসলিম মহিলাদের ব্যবহৃত আপাদমস্তক কালো জামা, যা সৌদি মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক।) পরিধান করে ও এর সাহায্যে মুখ ঢেকে একটার পর একটা খুন করত। এ ছবিটি মুক্তির পর হাফিজা কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেদেশের কয়েকটি মৌলবাদী সংগঠন ছায়াছবিটি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছিল এই বলে যে, এই ছবিতে বোরকাকে কটাক্ষ করার মাধ্যমে গোটা মুসলিম ঐতিহ্যকেই কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু ছবিটির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার কারনে সৌদি সরকার কয়েকদিন বেশ হাঁকডাক করেও নিষিদ্ধ আর করতে পারেনি। **"Who?"** ছবিটি প্রসঙ্গ হাফিজার বক্তব্য হল, **"আমি চেষ্টা করেছি মানুষ যাতে তাদের চিরাচরিত বদ্ধমূল ধারনাগুলো নিয়ে আবার নূতন করে ভাবতে পারে। বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের চেয়েও যে যুক্তির মূল্য অধিক, তা যেন বুঝতে পারে।"** প্রায় ১০০০ ইউ.এস ডলার ব্যয় করে নির্মিত ১৩ মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ ছবি **"Who?"** নির্মান করতে গিয়ে হাফিজার এটাকে খুব একটা কঠিন কাজ বলে মনে হয়নি বলেই তিনি জানিয়েছেন। বরং তার মতে, ১৫ মিনিটের ছবি **The Only Way Out** নির্মান করাটা তার কাছে ছিল অনেক চ্যালেঞ্জিং - যদিও এটি নির্মিত হয়েছে সৌদির চেয়ে অধিকতর উদার রাষ্ট্র সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউ.এ.ই)।

সৌদি আরবের চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থার অভাব এবং সেখানকার নারীদের কঠোর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা হাফিজার কাজের ওপর অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিল। সেখানে এখনো মেয়েরা গাড়ি চালাতে পারে না, পারেনা একা পথে হাঁটতে, বেড়াতে। এমনকি ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে চাইলেও প্রয়োজন হয় একজন পুরুষ অবিভাবকের। এবং এই সেই দেশ যেখানে খুবই অল্পসংখ্যাক অভিনেত্রী আছেন - যাদের সাধারন সমাজের সাথে মিশতেই দেয়া হয় না। এমনকি এ ঘটনাও সত্যি যে, কোন একজন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি নিয়েই একটি পরিচ্ছন্ন পারিবারিক নাটকে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সমগোত্রীয় মৌলবাদীদের দেয়া মৃত্যুর হুমকিতে ভীত হয়ে সেই মহিলা নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

এসব বিষয়গুলোই ভাবিয়ে তুলতো হাফিজাকে। এসব ঘটনাই যুগিয়েছে হাফিজার কাজের মূল প্রেরনা। আজ তিনি কোন বাধার কাছেই আর নতি স্বীকার করতে রাজি নন। সৌদি আরবে আলোর মশাল হাতে একা এগিয়ে যাওয়া এ তরুনী এখন চেষ্টা করছেন তাঁর চতুর্থ ছবির জন্য টাকা আর অভিনেত্রী যোগাড়ের। কেননা, তার এই ছবিটি তৈরী হবে সৌদির নির্যাতিত মেয়েদের মুক্তির কথা নিয়ে - যেখানে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য একটি পথের সন্ধান দিতে হাফিজা বদ্ধপরিকর। **"সৌদি আরবের সবাই যে এই কট্টর নারী নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে - তা ঠিক নয়। অনেকেই চায় পূর্ন নারী স্বাধীনতা আসুক। এবং সবাই জানি যে, এই স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষগুলো দুর্বল হলেও সংখ্যায় অনেক বেশী। যে নিয়ম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই অপছন্দ - আজ না হয় কাল তার পতন ঘটবেই।"** - হাফিজার এই কথাটাই কি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট নয়?

(তথ্যসূত্র ঃ ইন্টারনেট)

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com